চিটার বিবরণ

স্বাভাবিক অবস্থায় ধানে শতকরা ১৫-২০ ভাগ চিটা হয়। চিটার পরিমাণ এর থেকে বেশী হলে ধরে নিতে হবে কাইচথোর থেকে ফল ফোটা পর্যন্ত বা কখনো ধান পাকার আগে ফসলটি কোনো না কোনো প্রতিকূল আবহাওয়ার শিকার হয়েছে।

সম্ভাব্য প্রতিকূল আবহাওয়া

অজৈব:

ঠাণ্ডা শিষের গঠন থেকে শিষ বের হওয়া পর্যন্ত বাতাসের তাপমাত্রা ১৮° সে.-এর নিচে নেমে গেলে ধানগাছের জন্য খুবই অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শিষ বের হওয়ার ২২-২৪ দিন আগে কাইচথোড় এবং ১০-১২ দিন আগে থোড় অবস্থায় ধানগাছ খুবই ঠাণ্ডা-কাতর। অসহনীয় ঠাণ্ডার ব্যাপ্তী দীর্ঘস্থায়ী না হলে কিছু আংশিক চিটা হয়। তবে আধাপাকা পর্যায়ে আবার যদি ঠাণ্ডার শিকার হয়, তবে দানা পুষ্টিতে বাধার সৃষ্টি হয়।

গরম: ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫° সে.। ফুল ফোটার সময় ধানগাছ এ তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি কাতর। ফুল ফোটার সময় ১-২ ঘন্টা ৩৫° সে. তাপমাত্রা বিরাজ করলে ফসল মাত্রাতিরিক্ত চিটা হয়ে যায়।

ঝড়ো বাতাস: শিষ বের হওয়ার সময়ে ঝড়ো বাতাস যথাযথ পরাগায়ণ, গর্ভধারণ ও ধানের মধ্যে চালের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। ফলে ধান চিটা হয়ে যেতে পারে। ধানের সবুজ তুষ খয়েরি বা কালো রঙ ধারণ করে। রাতের বেলার শুস্ক এবং গরম বাতাসের ঝড় সবুজ তুষকে সাদা রঙে পরিবর্তন করে ফেলে।

খরা: খরার কারণে ধানের শিষের শাখার বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় দানার সংখ্যা কমে যায়। কাইচথোড় পর্যায়ের খরা বিকৃত ও চিটা দানার জন্ম দেয়। থোড় পর্যায়ের খরার প্রচুর দানা চিটা হয়ে যায়। শিষ বের হওয়ার সময় বা ফুল ফোটার সময় খরা পড়লে শিষ ভালভাবে বের হতে পারে না। ফলে চিটার সংখ্যা বেড়ে যায়। দুধ অবস্থায় খরার কারণে গাছের সঞ্চিত খাবার শিষে দ্রুত সঞ্চালন বাধাগ্রস্থ হয়।

প্রতিকারের উপায়: মৌসুম ভেদে ধানের প্রত্যেক জাতের বপন, রোপণের নির্দিষ্ট সময় মেনে চললে ঠাণ্ডা ও গরম এমনকি ঝড়ো বাতাস জনিত ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

বৃষ্টি-নির্ভর রোপা আমনের প্রজনন পর্যায়ের খরা থেকে পরিত্রাণের জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা জরুরি।

জৈব:

পোকামাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণে চিটার সংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যেতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd